

অষ্টম অধ্যায়

ক্ষীরসমুদ্র মস্থন

এই অধ্যায়ে বর্ণিত হয়েছে, ক্ষীর সমুদ্র মস্থনের সময় কিভাবে লক্ষ্মীদেবী আবির্ভূত হয়েছিলেন এবং বিষ্ণুকে তাঁর পতিরূপে বরণ করেছিলেন। এই অধ্যায়ের পরবর্তী ভাগে বর্ণিত হয়েছে, ধন্বন্তরি অমৃত কলস নিয়ে উত্থিত হলে অসুরেরা বলপূর্বক তা হরণ করে নেয়, কিন্তু বিষ্ণু এই জগতের সব চাইতে সুন্দরী রমণী মোহিনী মূর্তিরূপে আবির্ভূত হয়ে অসুরদের বিমোহিত করে দেবতাদের জন্য অমৃত উদ্ধার করেছিলেন।

শিব কালকূট পান করার পর দেবতা এবং দানবেরা উৎসাহ সহকারে পুনরায় তাঁদের মস্থনকার্য শুরু করেন। এই মস্থনের ফলে প্রথমে সুরভী গাভী উত্থিত হয়। মহর্ষিগণ তাঁকে গ্রহণ করেছিলেন, যাতে তার দুধ থেকে উৎপন্ন ঘি তাঁদের মহান যজ্ঞে আহুতিরূপে নিবেদন করতে পারেন। তারপর উচ্চৈঃশ্রবা নামক অশ্ব উত্থিত হয়। বলি মহারাজ সেই অশ্ব গ্রহণ করেন। তারপর ঐরাবত আদি দিগ্গজগণ উত্থিত হয়, যারা যে কোন দিকে এবং যে কোন স্থানে গমন করতে পারে, এবং তাদের সঙ্গে দিগ্হস্তিনীগণও উত্থিত হয়। কৌস্তভ মণি উত্থিত হলে ভগবান বিষ্ণু তাঁর বক্ষে তা ধারণ করেন। তারপর পারিজাত পুষ্প এবং অঙ্গরাগণ উদ্ভূত হন। তারপর লক্ষ্মীদেবীর আবির্ভাব হয়। দেবতা, ঋষি, গন্ধর্ব সকলেই দেবীর পূজাবিধান করেন। লক্ষ্মীদেবী তাঁর পতিরূপে বরণ করার মতো কোথাও কাউকে খুঁজে পেলেন না। অবশেষে তিনি বিষ্ণুকে তাঁর পতিরূপে বরণ করেন। ভগবান শ্রীবিষ্ণু তাঁকে তাঁর বক্ষে চিরকাল বাস করার স্থান প্রদান করেন। লক্ষ্মী-নারায়ণের এই মিলনের ফলে, সেখানে উপস্থিত সমস্ত দেবতা এবং প্রজাবর্গ অত্যন্ত প্রসন্ন হলেন। অসুরেরা কিন্তু লক্ষ্মীদেবী কর্তৃক উপেক্ষিত হওয়ার ফলে অত্যন্ত হতাশ হয়েছিল। তারপর বারুণী নাম্নী সুরার অধিষ্ঠাত্রী দেবী উত্থিত হলে, বিষ্ণুর অনুমতিক্রমে অসুরেরা তাকে গ্রহণ করেছিল। তারপর দেবতা এবং অসুরেরা নববলে বলীয়ান হয়ে পুনরায় মস্থন করতে শুরু করেন। তখন ভগবান শ্রীবিষ্ণুর অংশসম্ভূত অত্যন্ত সুন্দর দর্শন ধন্বন্তরি অমৃত কলস নিয়ে উত্থিত হন। অসুরেরা

ধনুস্তরির হাত থেকে তৎক্ষণাৎ সেই কলসটি বলপূর্বক হরণ করে পলায়ন করে। তখন দেবতারা অত্যন্ত বিষণ্ণ হয়ে বিষ্ণুর শরণাপন্ন হন। সেই অমৃত কলস নিয়ে তখন অসুরদের মধ্যে কলহ শুরু হয়। ভগবান শ্রীবিষ্ণু দেবতাদের আশ্বাস দেওয়ায় তাঁরা যুদ্ধ না করে নীরব ছিলেন। অসুরদের মধ্যে যখন কলহ হচ্ছিল, তখন ভগবান অসুর বিমোহনের জন্য অনির্বচনীয় মোহিনীরূপ ধারণ করেন।

শ্লোক ১

শ্রীশুক উবাচ

পীতে গরে বৃষাক্ষেণ প্রীতাস্তেহমরদানবাঃ ।

মমন্তুস্তরসা সিন্ধুং হবির্ধানী ততোহভবৎ ॥ ১ ॥

শ্রী-শুকঃ উবাচ—শ্রীশুকদেব গোস্বামী বললেন; পীতে—পান করলে; গরে—সেই বিষ; বৃষ-অক্ষ্ণেণ—বৃষবাহন মহাদেব; প্রীতাঃ—প্রসন্ন হয়ে; তে—তাঁরা সকলে; অমর—দেবতাগণ; দানবাঃ—এবং দৈত্যগণ; মমন্তুঃ—পুনরায় মন্থন করতে শুরু করেছিলেন; তরসা—মহাবলে; সিন্ধুম্—ক্ষীরসমুদ্র; হবির্ধানী—ঘৃতের উৎস সুরভী গাভী; ততঃ—সেই মন্থনের ফলে; অভবৎ—উৎপিত হয়েছিলেন।

অনুবাদ

শুকদেব গোস্বামী বললেন—মহাদেব সেই বিষ পান করলে, দেবতা এবং দানবেরা অত্যন্ত প্রসন্ন হয়ে বলপূর্বক সমুদ্র মন্থন আরম্ভ করলেন। তার ফলে সুরভী গাভী উৎপিত হলেন।

তাৎপর্য

সুরভীকে হবির্ধানী, অর্থাৎ যজ্ঞের হবির উৎস বলে বর্ণনা করা হয়েছে। যজ্ঞ অনুষ্ঠানের জন্য ঘি-এর আবশ্যিকতা অপরিহার্য। ভগবদ্গীতায় (১৮/৫) উল্লেখ করা হয়েছে, যজ্ঞদানতপঃকর্ম ন ত্যাজ্যং কার্যমেব তৎ—মানব-সমাজের পূর্ণ শান্তি এবং সমৃদ্ধি বজায় রাখার জন্য যজ্ঞ, দান এবং তপস্যা অপরিহার্য। যজ্ঞ অনুষ্ঠানের জন্য ঘি-এর আবশ্যিকতা অনিবার্য, এবং ঘি উৎপাদনের জন্য দুধ আবশ্যিক। যথেষ্ট গাভী থাকলে দুধ উৎপাদন হয়। তাই ভগবদ্গীতায় (১৮/৪৪) গোরক্ষার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে (কৃষিগোরক্ষ্যবাণিজ্যং বৈশ্যকর্ম স্বভাবজম্)।

শ্লোক ২

তামগ্নিহোত্রীমৃষয়ো জগৃহ্বব্রহ্মবাদিনঃ ।

যজ্ঞস্য দেবযানস্য মেধ্যায় হবিষে নৃপ ॥ ২ ॥

তাম্—সেই গাভী; অগ্নি-হোত্রীমৃ—অগ্নিতে আহুতি দেওয়ার জন্য দধি, দুধ এবং ঘি উৎপাদনের জন্য অনিবার্যরূপে আবশ্যিক; ঋষয়ঃ—যজ্ঞ অনুষ্ঠানকারী ঋষিগণ; জগৃহ্বঃ—দায়িত্বভার গ্রহণ করেছিলেন; ব্রহ্ম-বাদিনঃ—বৈদিক কর্মকাণ্ড অনুষ্ঠানে অভিজ্ঞ ঋষিগণ; যজ্ঞস্য—যজ্ঞের; দেব-যানস্য—স্বর্গলোক এবং ব্রহ্মলোকে উন্নীত হওয়ার বাসনা পূর্ণকারী; মেধ্যায়—আহুতি প্রদানের উপযুক্ত; হবিষে—শুদ্ধ ঘি প্রাপ্ত হওয়ার উদ্দেশ্যে; নৃপ—হে রাজন।

অনুবাদ

হে মহারাজ পরীক্ষিৎ, ব্রহ্মবাদী ঋষিগণ যজ্ঞে আহুতি নিবেদন করার উদ্দেশ্যে দধি, দুধ এবং ঘৃত লাভের জন্য সুরভীকে গ্রহণ করেছিলেন। ব্রহ্মলোক পর্যন্ত উচ্চতর লোকে উন্নীত হওয়ার উদ্দেশ্যে যজ্ঞ করার আয়োজনে শুদ্ধ ঘি লাভের জন্য তাঁরা সুরভীকে গ্রহণ করেছিলেন।

তাৎপর্য

সুরভী গাভী সাধারণত বৈকুণ্ঠলোকে পাওয়া যায়। ব্রহ্মসংহিতায় বর্ণনা করা হয়েছে যে, শ্রীকৃষ্ণ তাঁর ধাম গোলোক বৃন্দাবনে সুরভী গাভীদের পালন করেন (সুরভীরডিপালয়তম)। এই সমস্ত গাভীরা ভগবানের প্রিয় পশু। সুরভী গাভী থেকে যত পরিমাণ দুধ প্রয়োজন তা পাওয়া যায়, এবং এই গাভীকে যতবার ইচ্ছা দোহন করা যায়। অর্থাৎ, সুরভী গাভী পর্যাপ্ত পরিমাণে দুধ উৎপাদন করতে পারে। যজ্ঞ অনুষ্ঠানের জন্য দুধ আবশ্যিক। ঋষিরা জ্ঞানেন মানব-সমাজকে পূর্ণতম জীবনশৈলীর স্তরে উন্নীত করার জন্য কিভাবে দুধের ব্যবহার করতে হয়। যেহেতু শাস্ত্রে সর্বত্র গোরক্ষার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে, তাই ব্রহ্মবাদীরা সুরভী গাভীকে গ্রহণ করেছিলেন, যার প্রতি অসুরেরা খুব একটা আগ্রহী ছিল না।

শ্লোক ৩

তত উচৈঃশ্রবা নাম হয়োহভূচ্চন্দ্রপাণ্ডুরঃ ।

তস্মিন্ বলিঃ স্পৃহাং চক্রে নেদ্র ঈশ্বরশিক্ষয়া ॥ ৩ ॥

ততঃ—তারপর; উচ্চৈঃশ্রবাঃ নাম—উচ্চৈঃশ্রবা নামক; হয়ঃ—অশ্ব; অভূৎ—উৎপন্ন হয়েছিল; চন্দ্র-পাণ্ডুরঃ—চন্দ্রের মতো শ্বেতবর্ণ; তস্মিন্—তাকে; বলিঃ—মহারাজ বলি; স্পৃহাম্ চক্রে—গ্রহণ করতে অভিলাষ করেছিলেন; ন—না; ইন্দ্রঃ—দেবরাজ ইন্দ্র; ঈশ্বর-শিক্ষয়া—ভগবানের উপদেশ অনুসারে।

অনুবাদ

তারপর, উচ্চৈঃশ্রবা নামক চন্দ্রের মতো শ্বেতবর্ণ অশ্ব উত্থিত হয়েছিল। বলি মহারাজ সেই অশ্ব গ্রহণ করতে অভিলাষ করেছিলেন, এবং ভগবানের উপদেশ অনুসারে দেবরাজ ইন্দ্র তার প্রতিবাদ করেননি।

শ্লোক ৪

তত ঐরাবতো নাম বারণেন্দ্রো বিনির্গতঃ ।

দন্তৈশ্চতুর্ভিঃ শ্বেতাদ্রেহরন্ ভগবতো মহিম্ ॥ ৪ ॥

ততঃ—তারপর; ঐরাবতঃ নাম—ঐরাবত নামক; বারণ-ইন্দ্রঃ—হস্তীরাজ; বিনির্গতঃ—নির্গত হয়েছিল; দন্তৈঃ—দন্ত সমন্বিত; চতুর্ভিঃ—চারটি; শ্বেত—শুভ্র; অদ্রেঃ—পর্বতের; হরন্—তিরস্কার করে; ভগবতঃ—শিবের; মহিম্—মহিমা।

অনুবাদ

মন্ত্রনের ফলে তারপর ঐরাবত নামক হস্তীরাজ উত্থিত হয়েছিল। সেই হস্তী শ্বেতবর্ণ এবং শিবের মহিমাম্বিত খাম কৈলাসের মহিমা তিরস্কারকারী চারটি দন্ত সমন্বিত।

শ্লোকা ৫

ঐরাবণাদয়স্ত্বষ্টৌ দিগ্গজা অভবন্ততঃ ।

অব্রমুপ্রভৃতয়োহষ্টৌ চ করিণ্যস্ত্বভবনুপ ॥ ৫ ॥

ঐরাবণ-আদয়ঃ—ঐরাবণ আদি; তু—কিন্তু; অষ্টৌ—আট; দিগ্-গজাঃ—যে কোন দিকে গমন করতে সক্ষম হস্তীগণ; অভবন্—উৎপন্ন হয়েছিল; ততঃ—তারপর; অব্রমু-প্রভৃতয়ঃ—অব্রমু আদি হস্তিনীগণ; অষ্টৌ—আটটি; চ—ও; করিণ্যঃ—হস্তিনী; তু—বস্তুতপক্ষে; অভবন্—উৎপন্ন হয়েছিল; নুপ—হে রাজন্।

অনুবাদ

হে রাজন্, তারপর, ঐরাবণ আদি আটটি দিগ্গজ এবং অভ্রমু প্রমুখা আটটি হস্তিনী উৎপন্ন হয়েছিল।

তাৎপর্য

সেই আটটি দিগ্গজের নাম ঐরাবণ, পুণ্ডরীক, বামন, কুমুদ, অঞ্জন, পুষ্পদন্ত, সার্বভৌম এবং সুপ্রতীক।

শ্লোক ৬

কৌস্তভাখ্যমভূদ্ রত্নং পদ্মরাগো মহোদধেঃ ।

তস্মিন্ মণৌ স্পৃহাং চক্রে বক্ষোহলঙ্করণে হরিঃ ।

ততোহভবৎ পারিজাতঃ সুরলোকবিভূষণম্ ।

পূরয়ত্যর্থিনো যোহর্থৈঃ শশ্বদ্ ভুবি যথা ভবান্ ॥ ৬ ॥

কৌস্তভ-আখ্যম্—কৌস্তভ নামক; অভূৎ—উৎপন্ন হয়েছিল; রত্নম্—বহুমূল্য মণি; পদ্মরাগঃ—পদ্মরাগ নামক আর একটি রত্ন; মহা-উদধেঃ—মহা ক্ষীরসাগর থেকে; তস্মিন্—তা; মণৌ—মণি; স্পৃহাম্ চক্রে—গ্রহণ করতে ইচ্ছা করেছিলেন; বক্ষঃ—অলঙ্করণে—তাঁর বক্ষ অলঙ্কৃত করার জন্য; হরিঃ—ভগবান শ্রীহরি; ততঃ—তারপর; অভবৎ—উৎপন্ন হয়েছিল; পারিজাতঃ—পারিজাত নামক স্বর্গীয় ফুল; সুর-লোক-বিভূষণম্—যা স্বর্গলোককে অলঙ্কৃত করে; পূরয়তি—পূর্ণ করে; অর্থিনঃ—জড় ঐশ্বর্য লাভের অভিলাষী ব্যক্তিকে প্রদান করে; যঃ—যা; অর্থৈঃ—যা বাসনা করা হয়েছে; শশ্বৎ—সর্বদা; ভুবি—এই পৃথিবীতে; যথা—যেমন; ভবান্—আপনি (মহারাজ পরীক্ষিৎ)।

অনুবাদ

তারপর মহাসমুদ্র থেকে বিখ্যাত কৌস্তভ মণি এবং পদ্মরাগ মণি উদ্ধৃত হয়েছিল। ভগবান বিষ্ণু তাঁর বক্ষ অলঙ্কৃত করার জন্য তাদের গ্রহণ করতে অভিলাষ করেছিলেন। তারপর স্বর্গলোককে অলঙ্কৃত করে যে পারিজাত পুষ্প তা উদ্ধৃত হয়েছিল। হে রাজন্, আপনি যেমন এই পৃথিবীতে সকলের অভিলাষ পূর্ণ করেন, এই পারিজাতও তেমন সকলের বাসনা পূর্ণ করে।

শ্লোক ৭

ততশ্চান্সরসো জাতা নিষ্ককণ্ঠ্যঃ সুবাসসঃ ।

রমণ্যঃ স্বর্গিণাং বল্লুগতিলীলাবলোকনৈঃ ॥ ৭ ॥

ততঃ—তারপর; চ—ও; অন্সরসঃ—অন্সরাগণ; জাতাঃ—উত্থিত হয়েছিল; নিষ্ক-
কণ্ঠ্যঃ—স্বর্ণ আভরণ কণ্ঠী; সু-বাসসঃ—সূক্ষ্ম বস্ত্র পরিহিতা; রমণ্যঃ—অপূর্ব সুন্দরী
এবং আকর্ষণীয়; স্বর্গিণাম্—স্বর্গবাসীদের; বল্লু-গতি-লীলা-অবলোকনৈঃ—মহুর
গতির দ্বারা সকলের চিত্ত আকর্ষণকারী।

অনুবাদ

তারপর অন্সরাগণ (স্বর্গের বেশ্যাগণ) আবির্ভূত হয়েছিল। তারা স্বর্ণ আভরণ
ও কণ্ঠহারে বিভূষিতা, সূক্ষ্ম বস্ত্র পরিহিতা এবং তাদের মহুর আকর্ষণীয় গতি
স্বর্গবাসীদের চিত্ত হরণ করে।

শ্লোক ৮

ততশ্চাবিরভূৎ সাক্ষাচ্ছ্রী রমা ভগবৎপরা ।

রঞ্জয়ন্তী দিশঃ কাস্ত্যা বিদ্যুৎ সৌদামনী যথা ॥ ৮ ॥

ততঃ—তারপর; চ—এবং; আবিরভূৎ—আবির্ভূত হয়েছিলেন; সাক্ষাৎ—সাক্ষাৎ;
শ্রী—লক্ষ্মীদেবী; রমা—রমা নামক; ভগবৎ-পরা—ভগবানের প্রতি পূর্ণরূপে অনুরক্ত;
রঞ্জয়ন্তী—রঞ্জিত করে; দিশঃ—সর্বদিক; কাস্ত্যা—তাঁর কান্তির দ্বারা; বিদ্যুৎ—বিদ্যুৎ;
সৌদামনী—সৌদামনী; যথা—যেমন।

অনুবাদ

তারপর রমাদেবী আবির্ভূত হয়েছিলেন, যিনি সর্বতোভাবে ভগবৎ-পরায়ণা এবং
কেবল ভগবানেরই ভোগ্যা। তিনি সুদাম পর্বত থেকে জাতা বিদ্যুতের মতো
তাঁর কান্তির দ্বারা সর্বদিক রঞ্জিত করে আবির্ভূত হয়েছিলেন।

তাৎপর্য

শ্রী শব্দের অর্থ ঐশ্বর্য। শ্রীকৃষ্ণ সমস্ত ঐশ্বর্যের অধীশ্বর।

ভোক্তারং যজ্ঞতপসাং সর্বলোকমহেশ্বরম্ ।

সুহৃদং সর্বভূতানাং জ্ঞাত্বা মাং শান্তিমুচ্ছতি ॥

সারা বিশ্বের এই শান্তির সূত্র ভগবদ্গীতায় (৫/২৯) প্রদান করা হয়েছে। মানুষ যখন বুঝতে পারে যে, শ্রীকৃষ্ণই হচ্ছেন পরম ভোক্তা, পরম ঈশ্বর এবং সমস্ত জীবের পরম সুহৃদ, তখন সারা বিশ্ব জুড়ে শান্তি এবং সমৃদ্ধি বিরাজ করবে। দুর্ভাগ্যবশত, বদ্ধ জীবেরা ভগবানের মায়ার দ্বারা মোহিত হয়ে পরস্পরের সঙ্গে কলহে লিপ্ত হয়, এবং তার ফলে শান্তি ব্যাহত হয়। তাই শান্তি স্থাপনের প্রথম আবশ্যিকতা হচ্ছে লক্ষ্মীদেবী প্রদত্ত সমস্ত সম্পদ ভগবানকে নিবেদন করা। সকলেরই কর্তব্য জাগতিক সম্পদের উপর মিথ্যা মালিকানা ত্যাগ করে সব কিছু শ্রীকৃষ্ণকে নিবেদন করা। এটিই কৃষ্ণভাবনামৃত আন্দোলনের শিক্ষা।

শ্লোক ৯

তস্যাং চক্রুঃ স্পৃহাং সর্বে সসুরাসুরমানবাঃ ।

রূপৌদার্যবয়োবর্ণমহিমাঙ্কিপ্তচেতসঃ ॥ ৯ ॥

তস্যাম্—তাকে; চক্রুঃ—করেছিলেন; স্পৃহাম্—বাসনা; সর্বে—সকলে; স-সুর-অসুর-মানবাঃ—দেবতা, দানব এবং মানুষেরা; রূপ-ঔদার্য—তঁার অতুলনীয় সৌন্দর্য এবং অঙ্গের লাভণ্য; বয়ঃ—যৌবন; বর্ণ—অঙ্গকান্তি; মহিমা—মহিমা; আঙ্কিপ্ত—ক্ষোভিত; চেতসঃ—তাদের চিত্ত।

অনুবাদ

তঁার অতুলনীয় সৌন্দর্য, দেহের লাভণ্য, যৌবন, অঙ্গকান্তি এবং মহিমার ফলে দেব, দানব এবং মানব সকলেই তাকে বাসনা করেছিলেন। তাঁরা সকলেই তঁার প্রতি আকৃষ্ট হয়েছিলেন, কারণ তিনি হচ্ছেন সমস্ত ঐশ্বর্যের উৎস।

তাৎপর্য

এই জগতে এমন কে আছে যে ঐশ্বর্য, সৌন্দর্য এবং সামাজিক সম্মান কামনা করে না? মানুষ সাধারণত জড় সুখ, জড় ঐশ্বর্য এবং সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিদের সঙ্গে কামনা করে (ভোগৈশ্বর্যপ্রসক্তানাম্)। জড় সুখভোগের অর্থ ধন, সৌন্দর্য এবং তার ফলে যে যশ লাভ হয়, তা সবই লক্ষ্মীদেবীর কৃপায় লাভ করা যায়। লক্ষ্মীদেবী কিন্তু কখনও একলা থাকেন না, যা পূর্ববর্তী শ্লোকে ভগবৎপরা শব্দটির দ্বারা সূচিত হয়েছে। তিনি ভগবানের সম্পত্তি এবং ভগবানই কেবল তাকে ভোগ করতে পারেন। লক্ষ্মীদেবীর কৃপা পেতে হলে, যেহেতু তিনি স্বভাবতই ভগবৎপরা, তাই

তঁাকে নারায়ণের সঙ্গে রাখা অবশ্য কর্তব্য। যে ভক্তেরা সর্বদা নারায়ণের সেবায় যুক্ত (নারায়ণপরায়ণ), তঁারা অনায়াসে লক্ষ্মীদেবীর কৃপা প্রাপ্ত হতে পারেন। কিন্তু যে সমস্ত বিষয়াসক্ত ব্যক্তি কেবল তাদের ব্যক্তিগত ভোগের জন্য লক্ষ্মীদেবীর কৃপা লাভ করতে চায়, তারা সর্বদাই নিরাশ হয়। কারণ তাদের সেই মনোভাব ঠিক নয়। যেমন, রামচন্দ্রের লক্ষ্মী সীতাকে অপহরণ করে রাবণ বিজয়ী হতে চেয়েছিল, কিন্তু তার ফল হয়েছিল ঠিক তার বিপরীত। রামচন্দ্র বলপূর্বক সীতাকে উদ্ধার করেন এবং রাবণ সবংশে ধ্বংস হয়। লক্ষ্মীদেবী সকলেরই বাঞ্ছিত, এমন কি মানুষদের পর্যন্ত, কিন্তু সকলেরই বোঝা উচিত যে, লক্ষ্মীদেবী কেবল ভগবানেরই ভোগ্য। পরম ভোক্তা ভগবানের সঙ্গে একত্রে লক্ষ্মীদেবীর বন্দনা না করলে, কখনও লক্ষ্মীদেবীর কৃপা লাভ করা যায় না।

শ্লোক ১০

তস্যা আসনমানিন্যে মহেন্দ্রো মহদদ্ভুতম্ ।

মূর্তিমত্যঃ সরিচ্ছ্রেষ্ঠা হেমকুণ্ডৈর্জলং শুচি ॥ ১০ ॥

তস্যাঃ—তঁার; আসনম্—আসন; আনিন্যে—আনা হয়েছিল; মহা-ইন্দ্রঃ—দেবরাজ ইন্দ্র; মহৎ—মহিমান্বিত; অদ্ভুতম্—বিচিত্র; মূর্তি-মত্যঃ—মূর্তিমতী; সরিৎ-শ্রেষ্ঠাঃ—শ্রেষ্ঠ নদীসমূহের জল; হেম—স্বর্ণনির্মিত; কুণ্ডৈঃ—কলসে; জলম্—জল; শুচি—পবিত্র।

অনুবাদ

লক্ষ্মীদেবীর উপবেশনের জন্য দেবরাজ ইন্দ্র উপযুক্ত সিংহাসন নিয়ে এলেন। গঙ্গা, যমুনা আদি শ্রেষ্ঠ নদীসমূহ মূর্তিমতী হয়ে লক্ষ্মীদেবীর জন্য স্বর্ণ কলসে পবিত্র জল নিয়ে এলেন।

শ্লোক ১১

আভিষেচনিকা ভূমিরাহরৎ সকলৌষধীঃ ।

গাবঃ পঞ্চ পবিত্রাণি বসন্তো মধুমাধবৌ ॥ ১১ ॥

আভিষেচনিকাঃ—অভিষেকের উপকরণ; ভূমিঃ—ভূমি; আহরৎ—আহরণ করেছিলেন; সকল—সর্বপ্রকার; ঔষধীঃ—লতা এবং ওষধি; গাবঃ—গাভী; পঞ্চ—

দুধ, দই, ঘি, গোময়, গোমূত্র—এই পঞ্চ গব্য; পবিত্রাণি—পবিত্র; বসন্তঃ—মূর্তিমান বসন্ত ঋতু; মধু-মাধবৌ—বসন্ত ঋতু বা চৈত্র এবং বৈশাখ মাসে উৎপন্ন হয় যে সমস্ত ফুল এবং ফল।

অনুবাদ

ভূমি মূর্তিমতী হয়ে অভিষেকের অনুকূল সমস্ত ঔষধি নিয়ে এলেন। গাভীরা পঞ্চগব্য—দুধ, দই, ঘি, গোমূত্র, এবং গোময় প্রদান করল, এবং বসন্ত ঋতু চৈত্র ও বৈশাখ মাসে যে সমস্ত ফুল ও ফল উৎপন্ন হয় তা নিয়ে এল।

তাৎপর্য

সমস্ত বৈদিক অনুষ্ঠানে পঞ্চগব্য, অর্থাৎ গাভী থেকে প্রাপ্ত পাঁচটি পদার্থ—দুধ, দই, ঘি, গোময় এবং গোমূত্রের আবশ্যিকতা হয়। গোমূত্র এবং গোময় পবিত্র। গাভীর মল এবং মূত্র যদি এত মহত্বপূর্ণ হয়, তা হলে সহজেই অনুমান করা যায়, মানব-সভ্যতার জন্য এই পশুটির উপযোগিতা কতখানি। তাই ভগবান শ্রীকৃষ্ণ গোরক্ষার সমর্থন করেছেন। যে সমস্ত সভ্য মানুষ বর্ণাশ্রম ব্যবস্থা অনুসরণ করেন, বিশেষ করে যারা বৈশ্য, গোরক্ষা তাঁদের অবশ্য কর্তব্য। দুর্ভাগ্যবশত, কলিযুগের মানুষেরা যেহেতু মন্দাঃ, সকলেই খারাপ এবং সুমন্দ-মতয়ঃ, অর্থাৎ জীবনের ভ্রান্ত ধারণার প্রভাবে পথভ্রষ্ট, তাই তারা প্রতিদিন হাজার হাজার গাভী হত্যা করছে। অতএব তারা তাদের আধ্যাত্মিক চেতনায় দুর্ভাগা, এবং প্রকৃতি তাদের নানাভাবে নির্যাতন করছে, বিশেষ করে ক্যান্সার আদি দুরারোগ্য ব্যাধির দ্বারা এবং বিভিন্ন রাস্ত্রের মধ্যে যুদ্ধের দ্বারা। মানব-সমাজ যতক্ষণ কসাইখানায় গোহত্যা অনুমোদন করবে, ততক্ষণ শান্তি এবং সমৃদ্ধির কোন প্রশ্নই উঠতে পারে না।

শ্লোক ১২

ঋষয়ঃ কল্পয়াংচক্রুঃ আভিষেকং যথাবিধি ।

জগুর্ভদ্রাণি গন্ধর্বা নট্যশ্চ ননৃতুর্জগুঃ ॥ ১২ ॥

ঋষয়ঃ—মহর্ষিগণ; কল্পয়াম্ চক্রুঃ—সম্পাদন করেছিলেন; আভিষেকম্—অভিষেক, শ্রীবিগ্রহ প্রতিষ্ঠার সময় অনুষ্ঠেয়; যথা-বিধি—শাস্ত্রবিধি অনুসারে; জগুঃ—বৈদিক মন্ত্র উচ্চারণ করেছিলেন; ভদ্রাণি—সমস্ত সৌভাগ্য; গন্ধর্বাঃ—গন্ধর্বগণ; নট্যঃ—নর্তকীগণ; চ—ও; ননৃতুঃ—সেই উপলক্ষ্যে সুন্দরভাবে নৃত্য করেছিলেন; জগুঃ—এবং বেদবিহিত সঙ্গীত গান করেছিলেন।

অনুবাদ

মহর্ষিগণ শাস্ত্রবিধি অনুসারে লক্ষ্মীদেবীর অভিষেক করেছিলেন, গন্ধর্বগণ মঙ্গলময় বৈদিক মন্ত্র উচ্চারণ করেছিলেন, এবং নর্তকীগণ বেদবিহিত সঙ্গীত ও নৃত্য করেছিলেন।

শ্লোক ১৩

মেঘা মৃদঙ্গপণবমুরজানকগোমুখান্ ।

ব্যানাদয়ন্ শঙ্খবেণুবীণাস্তমূলনিঃস্বনান্ ॥ ১৩ ॥

মেঘাঃ—মূর্তিমন্ত মেঘসমূহ; মৃদঙ্গ—মৃদঙ্গ; পণব—পণব; মুরজ—মুরজ নামক এক প্রকার ঢাক; আনক—আনক নামক এক প্রকার ঢাক; গোমুখান্—গোমুখ নামক এক প্রকার শিঙ্গা; ব্যনাদয়ন্—বাজিয়েছিলেন; শঙ্খ—শঙ্খ; বেণু—বেণু; বীণাঃ—বীণা; তুমুল—তুমুল; নিঃস্বনান্—নির্নাদিত।

অনুবাদ

মেঘসমূহ মূর্তিমন্ত হয়ে মৃদঙ্গ, পণব, মুরজ, আনক, শঙ্খ, বেণু, বীণা প্রভৃতি বাজিয়েছিল এবং সেই সমস্ত বাদ্যযন্ত্রের ধ্বনি তুমুলভাবে নির্নাদিত হয়েছিল।

শ্লোক ১৪

ততোহভিষিষিচুদেবীং শ্রিয়ং পদ্মকরাং সতীম্ ।

দিগিভাঃ পূর্ণকলশৈঃ সূক্তবাক্যৈর্দ্বিজৈরিতৈঃ ॥ ১৪ ॥

ততঃ—তারপর; অভিষিষিচুঃ—পবিত্র জল গাত্রে সিঞ্জন করেছিল; দেবীম্—লক্ষ্মীদেবীর; শ্রিয়ম্—অতি সুন্দর; পদ্মকরাম্—পদ্মহস্ত; সতীম্—পরম সতী, যিনি ভগবান ব্যতীত অন্য কাউকে জানেন না; দিগিভাঃ—দিগ্‌হস্তীগণ; পূর্ণকলশৈঃ—জলপূর্ণ কলসের দ্বারা; সূক্তবাক্যৈঃ—বৈদিক মন্ত্রের দ্বারা; দ্বিজ—ব্রাহ্মণদের দ্বারা; ঈরিতৈঃ—উচ্চারিত।

অনুবাদ

তারপর, দিগ্‌হস্তীসমূহ গঙ্গাজলে পূর্ণ কলসের দ্বারা লক্ষ্মীদেবীকে স্নান করিয়েছিল, এবং ব্রাহ্মণেরা তখন বৈদিক মন্ত্র উচ্চারণ করেছিলেন। তখন তাঁর হাতে পদ্মফুল

ছিল এবং তিনি অপূর্ব সৌন্দর্যমণ্ডিতা ছিলেন। সতী লক্ষ্মী তাঁর পতি ভগবান ব্যতীত অন্য কাউকে জানেন না।

তাৎপর্য

এই শ্লোকে লক্ষ্মীদেবীকে শ্রিয়ম্, অর্থাৎ ঐশ্বর্য, বীৰ্য, শ্রী, যশ, জ্ঞান এবং বৈরাগ্য— এই ষট্‌ঐশ্বর্য সমন্বিত বলে বর্ণনা করা হয়েছে। এই সমস্ত ঐশ্বর্য লক্ষ্মীদেবীর কাছ থেকে লাভ করা যায়। লক্ষ্মীকে এখানে দেবী বলে সম্বোধন করা হয়েছে, কারণ বৈকুণ্ঠলোকে তিনি ভগবান এবং তাঁর ভক্তদের সমস্ত ঐশ্বর্য প্রদান করেন, যার ফলে তাঁরা এইভাবে বৈকুণ্ঠলোকে স্বাভাবিক আনন্দ উপভোগ করেন। ভগবান তাঁর প্রিয়া, পদ্মহস্তা লক্ষ্মীদেবীর প্রতি সর্বদাই প্রসন্ন থাকেন। লক্ষ্মীদেবীকে এই শ্লোকে সতী বলে বর্ণনা করা হয়েছে, কারণ তিনি ভগবান ব্যতীত কখনও অন্য কারও চিন্তা করেন না।

শ্লোক ১৫

সমুদ্রঃ পীতকৌশেয়বাসসী সমুপাহরৎ ।

বরুণঃ স্রজং বৈজয়ন্তীং মধুনা মন্তুষ্টপদাম্ ॥ ১৫ ॥

সমুদ্রঃ—সমুদ্র; পীত-কৌশেয়—পীতবর্ণ রেশমের বস্ত্র; বাসসী—উত্তরীয় এবং নিচের বস্ত্র; সমুপাহরৎ—উপহার দিয়েছিলেন; বরুণঃ—জলের অধিষ্ঠাতৃ দেবতা; স্রজম্—মালা; বৈজয়ন্তীম্—বৈজয়ন্তী; মধুনা—মধুর দ্বারা; মন্তু—উন্নত; ষ্ট-পদাম্—মৌমাছি, যাদের ছয়টি পা আছে।

অনুবাদ

রত্নাকর উত্তরীয় ও পরিধেয় পীতবর্ণ রেশমের বস্ত্র প্রদান করেছিলেন। জলের অধিষ্ঠাতৃ দেবতা বরুণ মধুপানে উন্নত মধুকরদের দ্বারা পরিবেষ্টিত বৈজয়ন্তী মালা উপহার প্রদান করেছিলেন।

তাৎপর্য

দুধ, মধু, দধি, ঘৃত, গোময় এবং গোমূত্র আদি বিবিধ উপচার সহকারে ভগবানের শ্রীবিগ্রহের অভিষেক করার সময় পীত বসন প্রদান করার প্রথা রয়েছে। এইভাবে বৈদিক রীতি অনুসারে লক্ষ্মীদেবীর অভিষেক সম্পন্ন হয়েছিল।

শ্লোক ১৬

ভূষণানি বিচিত্রানি বিশ্বকর্মা প্রজাপতিঃ ।

হারং সরস্বতী পদ্মমজো নাগাশ্চ কুণ্ডলে ॥ ১৬ ॥

ভূষণানি—বিভিন্ন প্রকার অলঙ্কার; বিচিত্রানি—অত্যন্ত সুন্দরভাবে সজ্জিত; বিশ্বকর্মা প্রজাপতিঃ—প্রজাপতিদের অন্যতম বিশ্বকর্মা; হারম্—মালা বা কর্ণহার; সরস্বতী—সরস্বতী; পদ্মম্—পদ্মফুল; অজঃ—ব্রহ্মা; নাগাঃ চ—এবং নাগগণ; কুণ্ডলে—দুটি কর্ণকুণ্ডল।

অনুবাদ

প্রজাপতিদের অন্যতম বিশ্বকর্মা বিচিত্র অলঙ্কারসমূহ দান করেছিলেন। বিদ্যার অধিষ্ঠাত্রী সরস্বতী কর্ণহার, ব্রহ্মা পদ্ম এবং নাগগণ কর্ণকুণ্ডল উপহার দিয়েছিলেন।

শ্লোক ১৭

ততঃ কৃতস্বস্ত্যয়নোৎপলস্রজং

নদদ্বিরেফাং পরিগৃহ্য পাণিনা ।

চচাল বক্ত্রং সুকপোলকুণ্ডলং

সব্রীড়হাসং দধতী সুশোভনম্ ॥ ১৭ ॥

ততঃ—তারপর; কৃতস্বস্ত্যয়না—মঙ্গলময় অনুষ্ঠানের দ্বারা যথাযথভাবে পূজিত হয়ে; উৎপল-স্রজম্—পদ্মফুলের মালা; নদৎ—গুঞ্জন; দ্বিরেফাম্—ভূঙ্গ পরিবেষ্টিত; পরিগৃহ্য—গ্রহণ করে; পাণিনা—হস্তের দ্বারা; চচাল—গমন করেছিলেন; বক্ত্রম্—মুখ; সুকপোল-কুণ্ডলম্—তাঁর কপোল কুণ্ডলের দ্বারা অলঙ্কৃত; সব্রীড়-হাসম্—সলজ্জ হাস্য; দধতী—বিস্তার করে; সু-শোভনম্—তাঁর স্বাভাবিক সৌন্দর্য।

অনুবাদ

তারপর লক্ষ্মীদেবী শুভ অনুষ্ঠানের দ্বারা যথাযথভাবে পূজিত হয়ে, গুঞ্জনরত ভ্রমর বেষ্টিত পদ্মমালা হস্তের দ্বারা গ্রহণ করে গতিশীল হয়েছিলেন। তাঁর সলজ্জ হাস্য এবং কুণ্ডলের দ্বারা শোভিত কপোলের সৌন্দর্য প্রভাবে তিনি অপূর্ব সৌন্দর্যে মণ্ডিত হয়েছিলেন।

তাৎপর্য

সৌভাগ্যের অধিষ্ঠাত্রী লক্ষ্মীদেবী ক্ষীরসমুদ্রকে তাঁর পিতারূপে বরণ করেছিলেন, কিন্তু তিনি নিরন্তর নারায়ণের বক্ষে বিরাজ করেন। তিনি এই জড় জগতের সমস্ত জীবদের এমন কি ব্রহ্মাকে পর্যন্ত বর প্রদান করেন, তবুও তিনি সমস্ত জড় গুণের অতীত। যদিও আপাতদৃষ্টিতে তিনি ক্ষীরসমুদ্র থেকে জন্মগ্রহণ করেছিলেন, তবুও তিনি তৎক্ষণাৎ তাঁর নিত্য স্থান নারায়ণের বক্ষঃস্থলে অবস্থিত হয়েছিলেন।

শ্লোক ১৮

স্তনদ্বয়ং চাতিকৃশোদরী সমং

নিরন্তরং চন্দনকুঙ্কুমোক্ষিতম্ ।

ততস্ততো নূপুরবল্লুশিঞ্জিতৈ-

বিসপতী হেমলতেব সা বভৌ ॥ ১৮ ॥

স্তন-দ্বয়ম্—তাঁর দুটি স্তন; চ—ও; অতি-কৃশ-উদরী—তাঁর শরীরের মধ্যভাগ অত্যন্ত ক্ষীণ; সমম্—সমান; নিরন্তরম্—অন্তরাল রহিত; চন্দন-কুঙ্কুম—চন্দন এবং কুমকুম; উক্ষিতম্—লিপ্ত; ততঃ ততঃ—ইতস্ততঃ; নূপুর—নূপুরের; বল্লু—অতি সুন্দর; শিঞ্জিতৈঃ—মৃদু কিঙ্কিনী ধ্বনি; বিসপতী—চলার সময়; হেমলতা—স্বর্ণলতা; ইব—সদৃশ; সা—লক্ষ্মীদেবী; বভৌ—আবির্ভূত হয়েছিলেন।

অনুবাদ

তাঁর সুসম ও সুবিন্যস্ত স্তনযুগল চন্দন এবং কুঙ্কুমে লিপ্ত, এবং তাঁর কটিদেশ অত্যন্ত ক্ষীণ। তিনি মনোহর নূপুর ধ্বনি সহকারে যখন ইতস্ততঃ পরিভ্রমণ করছিলেন, তখন একটি স্বর্ণলতিকার মতো শোভা পাচ্ছিলেন।

শ্লোক ১৯

বিলোকয়ন্তী নিরবদ্যমাত্মনঃ

পদং ধ্রুবং চাব্যভিচারিসদৃশম্ ।

গন্ধর্বসিদ্ধাসুরযক্ষচারণ-

ত্রৈপিষ্টপেয়াদিষু নাশ্ববিন্দত ॥ ১৯ ॥

বিলোকয়ন্তি—নিরীক্ষণ করে; নিরবদ্যম্—কোন দোষ রহিত; আত্মনঃ—নিজের জন্য; পদম্—আশ্রয়; গন্ধর্বম্—গন্ধর্ব; চ—ও; অব্যভিচারি-সৎ-গুণম্—গুণের পরিবর্তন না করে; গন্ধর্ব—গন্ধর্ব; সিদ্ধ—সিদ্ধ; অসুর—অসুর; যক্ষ—যক্ষ; চারণ—চারণ; ত্রৈপিষ্টপেয়-আদিষু—এবং দেবতাদের মধ্যে; ন—না; অল্পবিন্দত—কাউকে গ্রহণ করতে।

অনুবাদ

গন্ধর্ব, যক্ষ, অসুর, সিদ্ধ, চারণ এবং দেবতাদের মধ্যে অনুসন্ধান করে, লক্ষ্মীদেবী স্বভাবতই সর্বগুণ সমন্বিত কাউকে খুঁজে পেলেন না। তাঁরা কেউই দোষ রহিত ছিল না, এবং তাই তিনি তাঁদের কারোরই আশ্রয় গ্রহণ করতে পারলেন না।

তাৎপর্য

লক্ষ্মীদেবী সাগর থেকে উদ্ভূত হওয়ার ফলে সাগরের কন্যা ছিলেন। তাই স্বয়ংবর অনুষ্ঠানে তাঁর পতি মনোনয়ন করার অধিকার ছিল। তিনি তাঁর পতি হওয়ার অভিলাষী প্রত্যেককে পরীক্ষা করে, তাঁর আশ্রয় হওয়ার উপযুক্ত কাউকে খুঁজে পেলেন না। পক্ষান্তরে বলা যায় যে, লক্ষ্মীদেবীর স্বাভাবিক পতি নারায়ণের সমতুল্য এই জড় জগতে কেউ নেই।

শ্লোক ২০

নূনং তপো যস্য ন মন্যুনির্জয়ো

জ্ঞানং কচিৎ তচ্চ ন সঙ্গবর্জিতম্ ।

কশ্চিন্মহাত্তত্রস্য ন কামনির্জয়ঃ

স ঈশ্বরঃ কিং পরতো ব্যাপাশ্রয়ঃ ॥ ২০ ॥

নূনম্—নিশ্চিতভাবে; তপঃ—তপস্যা; যস্য—যাঁর; ন—না; মন্যু—ক্রোধ; নির্জয়ঃ—বিজিত; জ্ঞানম্—জ্ঞান; কচিৎ—কোন সাধু ব্যক্তিতে; তৎ—তা; চ—ও; ন—না; সঙ্গ-বর্জিতম্—সঙ্গদোষ বর্জিত; কশ্চিৎ—কেউ; মহান্—অতি মহান ব্যক্তি; তস্য—তাঁর; ন—না; কাম—জড় বাসনা; নির্জয়ঃ—বিজিত; সঃ—সেই ব্যক্তি; ঈশ্বরঃ—নিয়ন্তা; কিম্—কি করে হতে পারে; পরতঃ—অন্যের; ব্যাপাশ্রয়ঃ—অধীন।

অনুবাদ

লক্ষ্মীদেবী সেই সভাস্থ সকলকে পরীক্ষা করে মনে মনে চিন্তা করেছিলেন—
এদের মধ্যে কেউ কঠোর তপস্যা করেছেন, কিন্তু ক্রোধ জয় করতে পারেননি।
কারও জ্ঞান আছে, কিন্তু ফলভোগের আকাঙ্ক্ষা জয় করতে পারেননি। কেউ
অত্যন্ত মহান, কিন্তু কাম জয় করতে পারেননি। এমন কি মহান ব্যক্তিও অন্য
কারও উপর নির্ভর করেন। তা হলে তিনি পরম ঈশ্বর হবেন কি করে?

তাৎপর্য

পরম ঈশ্বরকে অনুসন্ধান করার প্রচেষ্টা এখানে করা হয়েছে। সকলকেই ঈশ্বর
বা নিয়ন্তা বলে স্বীকার করা যায়, কিন্তু এই প্রকার ঈশ্বরেরা অন্যদের দ্বারা
নিয়ন্ত্রিত। যেমন, কেউ কঠোর তপস্যা করে থাকতে পারেন, কিন্তু তা সত্ত্বেও
তিনি ক্রোধের নিয়ন্ত্রণাধীন। পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে বিচার করলে আমরা দেখতে পাই
যে, সকলেই কারও না কারও দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। তাই, ভগবান শ্রীকৃষ্ণ ব্যতীত কেউই
প্রকৃত ঈশ্বর হতে পারেন না। সেই কথা শাস্ত্রে প্রতিপন্ন হয়েছে। ঈশ্বরঃ পরমঃ
কৃষ্ণঃ—পরম ঈশ্বর হচ্ছেন শ্রীকৃষ্ণ। শ্রীকৃষ্ণ কারও দ্বারাই নিয়ন্ত্রিত হন না, কারণ
তিনিই হচ্ছেন সব কিছুর নিয়ন্তা (সর্বকারণকারণম্)।

শ্লোক ২১

ধর্মঃ ক্ৰচিৎ তত্র ন ভূতসৌহৃদং

ত্যাগঃ ক্ৰচিৎ তত্র ন মুক্তিকারণম্ ।

বীর্যং ন পুংসোহস্ত্যজবেগনিষ্কৃতং

ন হি দ্বিতীয়ো গুণসঙ্গবর্জিতঃ ॥ ২১ ॥

ধর্মঃ—ধর্ম; ক্ৰচিৎ—পূর্ণজ্ঞান থাকলেও; তত্র—সেখানে; ন—না; ভূত-সৌহৃদম্—
অন্য জীবের সঙ্গে বন্ধুত্ব; ত্যাগঃ—ত্যাগ; ক্ৰচিৎ—কারও থাকতে পারে; তত্র—
সেখানে; ন—না; মুক্তি-কারণম্—মুক্তির কারণ; বীর্যম্—শক্তি; ন—না; পুংসঃ—
কোন ব্যক্তির; অস্তি—থাকতে পারে; অজ-বেগ-নিষ্কৃতম্—কালের প্রভাব থেকে
মুক্ত নয়; ন—না; হি—বস্তুতপক্ষে; দ্বিতীয়ঃ—দ্বিতীয়; গুণ-সঙ্গ-বর্জিতঃ—জড়া
প্রকৃতির গুণের কলুষ থেকে সম্পূর্ণরূপে মুক্ত।

অনুবাদ

কারও পূর্ণরূপে ধর্ম সম্বন্ধীয় জ্ঞান থাকতে পারে, কিন্তু তবুও তিনি সমস্ত জীবের প্রতি দয়ালু নন। কারও মধ্যে, তা তিনি মানুষই হোন অথবা দেবতাই হোন, ত্যাগ থাকতে পারে, কিন্তু তা মুক্তির কারণ নয়। কেউ মহা শক্তিশালী হতে পারেন, কিন্তু তিনি কালের প্রভাব অতিক্রম করতে সমর্থ নন। কেউ জড় জগতের আসক্তি ত্যাগ করেছেন, কিন্তু ভগবানের সঙ্গে তাঁর তুলনা হয় না। তাই কেউই জড়া প্রকৃতির গুণের প্রভাব থেকে পূর্ণরূপে মুক্ত হতে পারেননি।

তাৎপর্য

এই শ্লোকে ধর্মঃ কৃচিৎ তত্র ন ভূতসৌহৃদম্ পদটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। আমরা দেখতে পাই যে, বহু হিন্দু, মুসলমান, খ্রিস্টান, বৌদ্ধ এবং অন্যান্য ধর্মাবলম্বী রয়েছে, যারা তাদের ধর্মমত অত্যন্ত নিষ্ঠা সহকারে পালন করে, কিন্তু তারা সমস্ত জীবের প্রতি সমদর্শী নয়। বস্তুতপক্ষে, তারা অত্যন্ত ধর্মপরায়ণ বলে নিজেদের জাহির করলেও অসহায় পশুদের হত্যা করে। এই ধরনের ধর্মের কোন অর্থ হয় না। শ্রীমদ্ভাগবতে (১/২/৮) বলা হয়েছে—

ধর্মঃ স্মৃষ্টিতঃ পুংসাং বিশ্বক্সেনকথাসু যঃ ।

নোৎপাদয়েদ্ যদি রতিং শ্রম এব হি কেবলম্ ॥

কেউ তার নিজের সম্প্রদায়ের ধর্মমত অনুশীলনে অত্যন্ত দক্ষ হতে পারে, কিন্তু তার যদি ভগবানকে ভালবাসার প্রবণতা না থাকে, তা হলে তার সেই ধর্ম আচরণ কেবল সময়ের অপচয় মাত্র। বাসুদেবকে ভালবাসার বৃত্তি বিকশিত করা কর্তব্য (বাসুদেবঃ সর্বমিতি স মহাত্মা সুদূর্লভঃ)। ভক্তের লক্ষণ হচ্ছে যে, তিনি সকলেরই বন্ধু (সুহৃদং সর্বভূতানাম্)। ভক্ত কখনও ধর্মের নামে অসহায় পশুহত্যা অনুমোদন করবেন না। এটিই লোক-দেখানো ধার্মিক ব্যক্তি আর ভগবদ্ভক্তের মধ্যে পার্থক্য।

পৃথিবীর ইতিহাসে আমরা বহু বীরপুরুষ দেখতে পাই, কিন্তু তারা কেউই মৃত্যুর নিষ্ঠুর হাত থেকে রক্ষা পায়নি। শ্রীকৃষ্ণ যখন মৃত্যুরূপে আসেন, তখন সর্বশ্রেষ্ঠ বীরও ভগবানের সেই শাসনক্ষমতা থেকে নিষ্কৃতি পেতে পারে না। মৃত্যুরূপে আবির্ভূত হয়ে ভগবান সেই সমস্ত বীরের তথাকথিত সমস্ত শক্তি হরণ করে নেন। নৃসিংহদেব যখন মৃত্যুরূপে আবির্ভূত হয়েছিলেন, তখন হিরণ্যকশিপুও রক্ষা পায়নি। ভগবানের শক্তির কাছে জীবের জড় শক্তি নিতান্তই তুচ্ছ।

শ্লোক ২২

ক্ৰচিচ্চিরাযুৰ্ণ হি শীলমঙ্গলং

ক্ৰচিৎ তদপ্যস্তি ন বেদ্যমায়ুষঃ ।

যত্রোভয়ং কুত্র চ সোহপ্যমঙ্গলঃ

সুমঙ্গলঃ কশ্চ ন কাঙ্ক্ষতে হি মাম্ ॥ ২২ ॥

ক্ৰচিৎ—কেউ; চিরা-আয়ুঃ—দীর্ঘ আয়ু; ন—না; হি—বস্তুতপক্ষে; শীল-মঙ্গলম্—
সৎ আচরণ বা মঙ্গল; ক্ৰচিৎ—কেউ; তৎ অপি—সৎ আচরণ সম্পন্ন হলেও;
অস্তি—হয়; ন—না; বেদ্যম্ আয়ুষঃ—আয়ু সম্বন্ধে সচেতন; যত্র উভয়ম্—যদি
দুটিই থাকে (সৎ আচরণ এবং মঙ্গল); কুত্র—কোথায়; চ—ও; সঃ—সেই ব্যক্তি;
অপি—যদিও; অমঙ্গলঃ—অমঙ্গল; সু-মঙ্গলঃ—সর্বতোভাবে মঙ্গল; কশ্চ—কেউ;
ন—না; কাঙ্ক্ষতে—বাসনা করে; হি—বস্তুতপক্ষে; মাম্—আমাকে।

অনুবাদ

কারও দীর্ঘ আয়ু থাকতে পারে, কিন্তু মঙ্গল বা সৎ আচরণ নেই। কারও
মঙ্গল এবং সৎ আচরণ উভয়ই থাকতে পারে, কিন্তু তাঁর আয়ু স্থির নয়। যদিও
শিব আদি দেবতাদের নিত্য জীবন রয়েছে, কিন্তু শ্মশানে বাস করা আদি অশুভ
অভ্যাস রয়েছে। আর কেউ যদি সর্বতোভাবে সদগুণ সম্পন্ন হনও, তবুও তাঁরা
ভগবানের ভক্ত নন।

শ্লোক ২৩

এবং বিমৃশ্যাব্যভিচারিসদগুণৈ-

বরং নিজেকাশ্রয়তয়াহুগাশ্রয়ম্ ।

বব্রে বরং সর্বগুণৈরপেক্ষিতং

রমা মুকুন্দং নিরপেক্ষমীক্ষিতম্ ॥ ২৩ ॥

এবম্—এইভাবে; বিমৃশ্য—গভীরভাবে বিবেচনা করার পর; অব্যভিচারি-সৎ-
গুণৈঃ—অসাধারণ গুণ সমন্বিত; বরম্—শ্রেষ্ঠ; নিজ-এক-আশ্রয়তয়া—নিরপেক্ষভাবে
সমস্ত সদগুণ সমন্বিত হওয়ার ফলে; অগুণ-আশ্রয়ম্—সমস্ত দিব্য গুণের আশ্রয়;
বব্রে—অঙ্গীকার করেছিলেন; বরম্—পতিরূপে; সর্ব-গুণৈঃ—সমস্ত দিব্য গুণ

সমম্বিত; অপেক্ষিতম্—যোগ্য; রমা—লক্ষ্মীদেবী; মুকুন্দম্—মুকুন্দকে; নিরপেক্ষম্—
যদিও তিনি তাঁর অপেক্ষা করেননি; ঈক্ষিতম্—পরম বাঞ্ছনীয়।

অনুবাদ

শুকদেব গোস্বামী বললেন—এইভাবে পূর্ণরূপে বিবেচনা করার পর, লক্ষ্মীদেবী
মুকুন্দকে তাঁর পতিরূপে বরণ করেছিলেন, যদিও তিনি (মুকুন্দ) সম্পূর্ণরূপে স্বতন্ত্র
এবং তাঁকে (লক্ষ্মীদেবীকে) লাভ করার অভিলাষী ছিলেন না। তিনি সমস্ত দিব্য
গুণ ও যোগশক্তি সমম্বিত এবং তাই তিনি পরম বাঞ্ছনীয়।

তাৎপর্য

ভগবান মুকুন্দ স্বয়ংসম্পূর্ণ। যেহেতু তিনি সর্বতোভাবে স্বতন্ত্র, তাই তাঁর
লক্ষ্মীদেবীর আশ্রয় বা সঙ্গের প্রয়োজন হয় না। কিন্তু লক্ষ্মীদেবী তাঁকে তাঁর
পতিরূপে বরণ করেছিলেন।

শ্লোক ২৪

তস্যাংসদেশ উশতীং নবকঙ্কমালাং

মাদ্যন্মধুব্রতবরুথগিরোপঘুষ্ঠাম্ ।

তস্থৌ নিধায় নিকটে তদুরঃ স্বধাম

সব্রীড়হাসবিকসন্নয়নেন যাতা ॥ ২৪ ॥

তস্য—তাঁর (ভগবানের); অংস-দেশে—স্কন্ধে; উশতীম্—অতি সুন্দর; নব—নতুন;
কঙ্ক-মালাম্—পদ্মফুলের মালা; মাদ্যন্—উন্নত; মধুব্রত-বরুথ—মধুকরদের; গিরা—
ধ্বনি; উপঘুষ্ঠাম্—গুঞ্জনের দ্বারা পরিবেষ্টিত; তস্থৌ—স্থিত; নিধায়—মালা স্থাপন
করে; নিকটে—নিকটে; তৎ-উরঃ—ভগবানের বক্ষ; স্ব-ধাম—তাঁর প্রকৃত নিবাসস্থল;
সব্রীড়-হাস—সলজ্জ হাস্য; বিকসৎ—বিকশিত; নয়নেন—চোখের দ্বারা; যাতা—
এইভাবে অবস্থিত।

অনুবাদ

লক্ষ্মীদেবী ভগবানের সমীপবর্তী হয়ে তাঁর গলদেশে মধুমত্ত ভ্রমর নিনাদিত নব
বিকশিত পদ্মফুলের মালা স্থাপন করেছিলেন। তারপর তাঁর বক্ষে স্থান লাভ
করার আশায় সলজ্জ হাস্য-বিকশিত নয়নে তাঁর পাশে অবস্থান করতে লাগলেন।

শ্লোক ২৫

তস্যাঃ শ্রিয়স্ত্রিজগতো জনকো জনন্যা

বক্ষোনিবাসমকরোৎ পরমং বিভূতেঃ ।

শ্রীঃ স্বাঃ প্রজাঃ স করুণেন নিরীক্ষণেন

যত্র স্থিতৈধয়ত সাধিপতীংস্ত্রিলোকান্ ॥ ২৫ ॥

তস্যাঃ—তঁার; শ্রিয়ঃ—লক্ষ্মীদেবীর; ত্রি-জগতঃ—ত্রিজগতের; জনকঃ—পিতা; জনন্যাঃ—মাতার; বক্ষঃ—বক্ষঃস্থল; নিবাসম্—বাসস্থান; অকরোৎ—করেছিলেন; পরমম্—পরম; বিভূতেঃ—ঐশ্বর্যের; শ্রীঃ—লক্ষ্মীদেবী; স্বাঃ—নিজের; প্রজাঃ—প্রজা; স-করুণেন—করুণা সমন্বিত; নিরীক্ষণেন—দৃষ্টিপাতের দ্বারা; যত্র—যেখানে; স্থিতা—অবস্থান করে; ঐধয়ত—বৃদ্ধি করেছিলেন; স-অধিপতীন্—মহান পরিচালক এবং নেতাগণ সহ; ত্রিলোকান্—ত্রিজগৎ।

অনুবাদ

ভগবান ত্রিজগতের পিতা, এবং তাঁর বক্ষঃস্থল সমস্ত ঐশ্বর্যের অধিষ্ঠাত্রী ত্রি-জগতের জননী লক্ষ্মীদেবীর বাসস্থান। লক্ষ্মীদেবী তাঁর কৃপাপূর্ণ দৃষ্টিপাতের প্রভাবে, প্রজা ও লোকপাল দেবতাগণ সহ ত্রিজগতের ঐশ্বর্য বর্ধিত করতে পারেন।

তাৎপর্য

লক্ষ্মীদেবীর বাসনা অনুসারে ভগবান তাঁর বক্ষঃস্থলকে লক্ষ্মীদেবীর বাসস্থান করেছিলেন, যার ফলে তিনি তাঁর দৃষ্টিপাতের দ্বারা দেবতা এবং মানুষ সকলকেই কৃপা করতে পারেন। অর্থাৎ, লক্ষ্মীদেবী যেহেতু নারায়ণের বক্ষে বিরাজ করেন, তাই তিনি স্বাভাবিকভাবেই যে ভক্ত নারায়ণের পূজা করেন তাঁকে দেখতে পান। লক্ষ্মীদেবী যখন বুঝতে পারেন যে, কোনও ভক্ত নারায়ণের সেবা করার অভিলাষী, তখন তিনি স্বাভাবিকভাবেই তাঁকে সমস্ত ঐশ্বর্য লাভের আশীর্বাদ প্রদান করেন। কর্মীরা লক্ষ্মীদেবীর কৃপা লাভ করার চেষ্টা করে, কিন্তু যেহেতু তারা নারায়ণের ভক্ত নয়, তাই তাদের কাছে লক্ষ্মী চঞ্চলা। সর্বদা নারায়ণের সেবার প্রতি আসক্ত ভক্তদের ঐশ্বর্য কর্মীদের ঐশ্বর্যের মতো নয়। ভক্তদের ঐশ্বর্য নারায়ণের ঐশ্বর্যের মতোই চিরস্থায়ী।

শ্লোক ২৬

শঙ্খতূর্যমৃদঙ্গানাং বাদিত্রাণাং পৃথুঃ স্বনঃ ।

দেবানুগানাং সঙ্গীণাং নৃত্যতাং গায়তামভূৎ ॥ ২৬ ॥

শঙ্খ—শঙ্খ; তূর্য—তূর্য; মৃদঙ্গানাং—এবং বিভিন্ন প্রকার মৃদঙ্গ; বাদিত্রাণাম্—বাদ্যযন্ত্রের; পৃথুঃ—মহান; স্বনঃ—ধ্বনি; দেব-অনুগানাং—দেবতাদের অনুগামী গন্ধর্ব এবং চারণেরা; সঙ্গীণাম্—তাদের পত্নীগণ সহ; নৃত্যতাম্—নৃত্য; গায়তাম্—গীত; অভূৎ—হয়েছিল।

অনুবাদ

গন্ধর্ব এবং চারণেরা তখন শঙ্খ, তূর্য ও মৃদঙ্গ আদি বাদ্যযন্ত্র বাজাতে শুরু করেছিলেন, এবং তাঁদের পত্নীগণ সহ তাঁরা নৃত্য-গীত করতে শুরু করেছিলেন।

শ্লোক ২৭

ব্রহ্মরুদ্রাগ্নিরোমুখ্যাঃ সর্বে বিশ্বসৃজো বিভূম্ ।

ঈড়িরেহবিতথৈর্মত্ৰৈস্তল্লিঙ্গৈঃ পুষ্পবর্ষণঃ ॥ ২৭ ॥

ব্রহ্ম—ব্রহ্মা; রুদ্র—শিব; অগ্নিরঃ—মহর্ষি অগ্নিরা; মুখ্যাঃ—প্রমুখ; সর্বে—সকলে; বিশ্ব-সৃজঃ—ব্রহ্মাণ্ডের ব্যবস্থাপনার নির্দেশকগণ; বিভূম্—অত্যন্ত মহান ব্যক্তি; ঈড়িরে—পূজা করেছিলেন; অবিতথৈঃ—প্রকৃত; মত্ৰৈঃ—মন্ত্রের দ্বারা; তৎ-লিঙ্গৈঃ—ভগবানের পূজা করে; পুষ্প-বর্ষণঃ—পুষ্প বর্ষণ করে।

অনুবাদ

ব্রহ্মা, শিব, অগ্নিরা প্রমুখ ব্রহ্মাণ্ডের ব্যবস্থাপনার নির্দেশকেরা পুষ্পবর্ষণ করেছিলেন এবং ভগবানের মহিমাজ্ঞাপক মন্ত্র উচ্চারণ করেছিলেন।

শ্লোক ২৮

শ্রিয়াবলোকিতা দেবাঃ সপ্রজাপতয়ঃ প্রজাঃ ।

শীলাদিগুণসম্পন্না লেভিরে নিবৃতিং পরাম্ ॥ ২৮ ॥

শ্রিয়া—লক্ষ্মীদেবীর; অবলোকিতাঃ—কৃপাদৃষ্টির প্রভাবে; দেবাঃ—দেবতারা; স-প্রজাপতয়ঃ—প্রজাপতিগণ সহ; প্রজাঃ—এবং তাঁদের প্রজাগণ; শীল-আদি-

গুণসম্পন্নঃ—সকলেই সৎ আচরণ এবং সচ্চরিত্র-সম্পন্ন; লেভিরে—লাভ করেছিলেন; নির্বৃতিম্—সন্তোষ; পরাম্—চরম।

অনুবাদ

প্রজাপতি এবং প্রজাগণ সহ সমস্ত দেবতারা লক্ষ্মীদেবীর কৃপাদৃষ্টির প্রভাবে অচিরেই সৎ আচরণ এবং দিব্য গুণাবলী সম্পন্ন হয়ে পরমানন্দ লাভ করেছিলেন।

শ্লোক ২৯

নিঃসত্ত্বা লোলুপা রাজন্ নিরুদ্যোগা গতত্রপাঃ ।

যদা চোপেক্ষিতা লক্ষ্ম্যা বভূবুর্দৈত্যদানবাঃ ॥ ২৯ ॥

নিঃসত্ত্বাঃ—দুর্বল; লোলুপাঃ—অত্যন্ত লোভী; রাজন্—হে রাজন্; নিরুদ্যোগাঃ—নিরাশ; গত-ত্রপাঃ—নির্লজ্জ; যদা—যখন; চ—ও; উপেক্ষিতাঃ—উপেক্ষিত; লক্ষ্ম্যা—লক্ষ্মীদেবীর দ্বারা; বভূবুঃ—হয়েছিলেন; দৈত্য-দানবাঃ—দৈত্য এবং দানবেরা।

অনুবাদ

হে রাজন্, লক্ষ্মীদেবী কর্তৃক উপেক্ষিত হওয়ার ফলে দৈত্য ও দানবেরা দুর্বল, মোহাচ্ছন্ন ও নিরুদ্যম হয়েছিল, এবং তার ফলে তারা নির্লজ্জ হয়েছিল।

শ্লোক ৩০

অথাসীদ্ বারুণী দেবী কন্যা কমললোচনা ।

অসুরা জগৃহুস্তাং বৈ হরেরনুমতেন তে ॥ ৩০ ॥

অথ—তারপর (লক্ষ্মীদেবীর আবির্ভাবের পর); আসীৎ—হয়েছিল; বারুণী—বারুণী; দেবী—সুরার অধিষ্ঠাত্রী দেবী; কন্যা—যুবতী; কমল-লোচনা—পদ্মনয়না; অসুরাঃ—অসুরগণ; জগৃহুঃ—গ্রহণ করেছিলেন; তাম্—তাকে; বৈ—বস্তুতপক্ষে; হরেঃ—ভগবানের; অনুমতেন—অনুমতিক্রমে; তে—তারা (অসুরেরা)।

অনুবাদ

তারপর সুরার অধিষ্ঠাত্রী কমলনয়না বারুণীদেবী উখিত হয়েছিল। ভগবান শ্রীকৃষ্ণের অনুমতিক্রমে বলি মহারাজ প্রমুখ দানবেরা সেই কন্যাকে গ্রহণ করেছিলেন।

শ্লোক ৩১

অথোদধেমথ্যমানাং কাশ্যপৈরমৃতার্থিভিঃ ।

উদতিষ্ঠন্মহারাজ পুরুষঃ পরমাদ্ভুতঃ ॥ ৩১ ॥

অথ—তারপর; উদধেঃ—ক্ষীরসমুদ্র থেকে; মথ্যমানাং—মহুনের ফলে; কাশ্যপৈঃ—কাশ্যপের পুত্র দেবতা এবং দানবেরা; অমৃত-অর্থিভিঃ—অমৃত লাভে উৎসুক; উদতিষ্ঠৎ—আবির্ভূত হয়েছিল; মহারাজ—হে রাজন; পুরুষঃ—একজন পুরুষ; পরম—অত্যন্ত; অদ্ভুতঃ—অদ্ভুত।

অনুবাদ

হে রাজন, তারপর, কাশ্যপের পুত্র দেবতা এবং দানবেরা ক্ষীরসমুদ্র মন্থন করতে থাকলে, এক পরম অদ্ভুত পুরুষ উদ্ভিত হয়েছিলেন।

শ্লোক ৩২

দীর্ঘপীবরদোদণ্ডঃ কন্মুগ্রীবোহরুণেক্ষণঃ ।

শ্যামলস্তরুণঃ স্রগ্বী সর্বাভরণভূষিতঃ ॥ ৩২ ॥

দীর্ঘ—দীর্ঘ; পীবর—বলিষ্ঠ; দোদণ্ডঃ—বাহু; কন্মু—শঙ্খের মতো; গ্রীবঃ—কণ্ঠ; অরুণ-ঈক্ষণঃ—আরক্তিম নয়ন; শ্যামলঃ—শ্যামবর্ণ; তরুণঃ—নবীন বয়স; স্রগ্বী—ফুলমালায় ভূষিত; সর্ব—সমস্ত; অভরণ—অলঙ্কারের দ্বারা; ভূষিতঃ—বিভূষিত।

অনুবাদ

তাঁর শরীর সুদৃঢ়, তাঁর বাহুগল দীর্ঘ এবং বলিষ্ঠ, তাঁর কণ্ঠ শঙ্খের মতো ত্রিরেখাঙ্কিত, তাঁর নয়ন অরুণবর্ণ, এবং তাঁর অঙ্গকান্তি শ্যামবর্ণ ছিল। তিনি তরুণ বয়স্ক, বনমালী এবং তাঁর দেহ সর্বপ্রকার অলঙ্কারে বিভূষিত।

শ্লোক ৩৩

পীতবাসা মহোরক্ষঃ সুমৃষ্টমণিকুণ্ডলঃ ।

স্নিগ্ধকুঞ্চিতকেশান্তসুভগঃ সিংহবিক্রমঃ ।

অমৃতাপূর্ণকলসং বিলদ বলয়ভূষিতঃ ॥ ৩৩ ॥

পীত-বাসাঃ—পীত বসন পরিহিত; মহা-ঊরস্বঃ—তাঁর বক্ষ অতি বিস্তৃত; সু-মৃষ্টমণি-
কুণ্ডলঃ—সুমার্জিত মণিময় কুণ্ডলধারী; স্নিগ্ধ—স্নিগ্ধ; কুঞ্চিত-কেশ—কুঞ্চিত কেশ;
অন্ত—প্রান্তভাগে; সুভগঃ—পৃথক এবং সুন্দর; সিংহ-বিক্রমঃ—সিংহের মতো
বলবান; অমৃত—অমৃতের দ্বারা; আপূর্ণ—পূর্ণ; কলসাম্—কলস; বিভ্রৎ—ভ্রাম্যমান;
বলয়—বলয়ের দ্বারা; ভূষিতঃ—অলঙ্কৃত।

অনুবাদ

তিনি পীত বসন এবং সুমার্জিত মণিময় কুণ্ডলধারী। তাঁর কেশাগ্র ভাগ স্নিগ্ধ
ও সুকুঞ্চিত, এবং তাঁর বক্ষস্থল সুপ্রশস্ত। তাঁর দেহ সর্ব সুলক্ষণ সমন্বিত এবং
সিংহের মতো বিক্রমশালী। সেই পুরুষ বলয় শোভিত হস্তে অমৃতপূর্ণ কলস
ধারণ করেছিলেন।

শ্লোক ৩৪

স বৈ ভগবতঃ সাক্ষাদ্বিষেগরংশাংশসম্ভবঃ ।

ধন্বন্তুরিরিতি খ্যাত আয়ুর্বেদদৃগিজ্যভাক্ ॥ ৩৪ ॥

সঃ—তিনি; বৈ—বস্তুতপক্ষে; ভগবতঃ—ভগবানের; সাক্ষাৎ—সাক্ষাৎ; বিষেগঃ—
শ্রীবিষ্ণুর; অংশ-অংশ-সম্ভবঃ—অংশের অংশাবতার; ধন্বন্তরিঃ—ধন্বন্তরি; ইতি—এই
প্রকার; খ্যাতঃ—প্রসিদ্ধ; আয়ুঃ-বেদ-দৃক্—আয়ুর্বেদ শাস্ত্রে পূর্ণরূপে অভিজ্ঞ; ইজ্য-
ভাক্—যজ্ঞভাগ লাভের অধিকারি দেবতাদের অন্যতম।

অনুবাদ

তিনি সাক্ষাৎ ভগবান বিষ্ণুর অংশের অংশসম্ভূত ধন্বন্তরি। তিনি আয়ুর্বেদ শাস্ত্রে
অভিজ্ঞ, এবং যজ্ঞভাগ লাভের অধিকারি দেবতাদের অন্যতম।

তাৎপর্য

শ্রীল মধ্বাচার্য বলেছেন—

তেষাং সত্যাচ্চালনার্থং হরির্ধন্বন্তরির্বিভূঃ ।

সমর্থোহপ্যসুরাণাং তু স্বহস্তাদমুচৎ সুধাম্ ॥

অমৃতকলস বহনকারী ধন্বন্তরি হচ্ছেন ভগবানের অংশাবতার, কিন্তু যদিও তিনি
অত্যন্ত বলবান, তবুও অসুরেরা তাঁর হাত থেকে অমৃতকলস ছিনিয়ে নিয়েছিল।

শ্লোক ৩৫

তমালোক্যাসুরাঃ সৰ্বে কলসং চামৃতাভূতম্ ।

লিপ্সন্তঃ সৰ্ববস্তুনি কলসং তরসাহরন্ ॥ ৩৫ ॥

তম্—তাকে; আলোক্য—দর্শন করে; অসুরাঃ—অসুরগণ; সৰ্বে—তারা সকলে; কলসম্—অমৃতকলস; চ—ও; অমৃত-আভূতম্—অমৃতপূর্ণ; লিপ্সন্তঃ—তীব্র বাসনায়; সৰ্ব-বস্তুনি—সমস্ত বস্তু; কলসম্—কলস; তরসা—তৎক্ষণাৎ; অহরন্—ছিনিয়ে নিয়েছিল।

অনুবাদ

ধন্বন্তরিকে অমৃতকলস বহন করতে দেখে, অসুরেরা সেই কলস এবং তার ভিতর যা কিছু ছিল তা সব লাভ করার ইচ্ছায় বলপূর্বক সেই অমৃতভাণ্ড হরণ করেছিল।

শ্লোক ৩৬

নীয়মানেহসুরৈস্তস্মিন্ কলসেহমৃতভাজনে ।

বিষগ্ধমনসো দেবা হরিং শরণমাযযুঃ ॥ ৩৬ ॥

নীয়মানে—অপহৃত হলে; অসুরৈঃ—অসুরদের দ্বারা; তস্মিন্—সেই; কলসে—কলস; অমৃত-ভাজনে—অমৃতপূর্ণ; বিষগ্ধ-মনসঃ—বিষগ্ধ চিত্ত; দেবাঃ—দেবতারা; হরিম্—ভগবানের; শরণম্—শরণ গ্রহণ করার জন্য; আযযুঃ—গিয়েছিলেন।

অনুবাদ

অসুরেরা এইভাবে অমৃতকলস হরণ করে নিলে, দেবতারা বিষগ্ধ চিত্তে ভগবান শ্রীহরির শরণ গ্রহণ করেছিলেন।

শ্লোক ৩৭

ইতি তদৈন্যমালোক্য ভগবান্ ভূতাকামকৃৎ ।

মা খিদ্যত মিথোহর্থং বঃ সাধয়িষ্যে স্বমায়য়া ॥ ৩৭ ॥

ইতি—এইভাবে; তৎ—দেবতাদের; দৈন্যম্—বিষাদ; আলোক্য—দর্শন করে; ভগবান্—ভগবান; ভূতাকামকৃৎ—যিনি সর্বদা তাঁর সেবকদের বাসনা পূর্ণ করতে

তৎপর; মা খিঁদ্যত—দুঃখিত হয়ো না; মিথঃ—কলহের দ্বারা; অর্থম্—অমৃত লাভের জন্য; বঃ—তোমরা সকলে; সাধয়িস্যে—আমি সম্পাদন করব; স্ব-মায়য়া—আমার মায়ার দ্বারা।

অনুবাদ

ভক্তের বাসনা পূর্ণকারী ভগবান দেবতাদের এইভাবে বিষণ্ণ দেখে তাঁদের বলেছিলেন, “তোমরা দুঃখিত হয়ো না। আমি আমার মায়ার দ্বারা অসুরদের বিমোহিত করে তাদের মধ্যে কলহের সৃষ্টি করব। এইভাবে আমি তোমাদের অমৃত লাভ করার বাসনা পূর্ণ করব।”

শ্লোক ৩৮

মিথঃ কলিরভূৎ তেষাং তদর্থৈ তর্ষচেতসাম্ ।

অহং পূর্বমহং পূর্বং ন ত্বং ন ত্বমিতি প্রভো ॥ ৩৮ ॥

মিথঃ—পরস্পর; কলিঃ—কলহ; অভূৎ—হয়েছিল; তেষাম্—তারা সকলে; তৎ-অর্থৈ—অমৃতের জন্য; তর্ষ-চেতসাম্—বিষুণ্মায়ার বিমোহিত হয়ে; অহম্—আমি; পূর্বম্—প্রথমে; অহম্—আমি; পূর্বম্—প্রথমে; ন—না; ত্বম্—তুমি; ন—না; ত্বম্—তুমি; ইতি—এইভাবে; প্রভো—হে রাজন।

অনুবাদ

হে রাজন, তখন অসুরদের মধ্যে কে প্রথম অমৃত পান করবে তা নিয়ে কলহের সৃষ্টি হয়েছিল। তারা সকলেই বলেছিল, “আমি প্রথমে পান করব। আমি প্রথমে পান করব। তুমি প্রথমে পান করতে পারবে না। তুমি পান করতে পারবে না।”

তাৎপর্য

এটিই অসুরের লক্ষণ। অভক্তদের প্রথম চিন্তা হচ্ছে কিভাবে সে তার ইন্দ্রিয়সুখ ভোগ করবে, আর ভক্তদের প্রথম চিন্তা হচ্ছে ভগবানের সন্তুষ্টিবিধান করা। এটিই অভক্ত এবং ভক্তের মধ্যে পার্থক্য। এই জড় জগতে যেহেতু অধিকাংশ মানুষই অভক্ত, তাই তারা নিরন্তর প্রতিযোগিতা করছে, লড়াই করছে। তার ফলে তাদের মধ্যে সর্বদাই মতানৈক্য এবং যুদ্ধবিগ্রহ লেগেই রয়েছে। কারণ সকলেই তার

নিজের ইন্দ্রিয়সুখ ভোগ করতে চায়। তাই, এই সমস্ত অসুরেরা যদি কৃষ্ণভাবনায় ভাবিত হয়ে ভগবানের ইন্দ্রিয়তৃপ্তি সাধনের শিক্ষা লাভ না করে, তা হলে মানব-সমাজে বা অন্য যে কোন সমাজে, এমন কি দেবতাদের সমাজেও শান্তির কোন প্রশ্নই ওঠে না। দেবতা এবং ভক্তেরা কিন্তু সর্বদাই ভগবানের শ্রীপাদপদ্মে শরণাগত, এবং তার ফলে ভগবান তাঁদের অভিলাষ পূর্ণ করতে সর্বদাই উৎসুক থাকেন। অসুরেরা যখন তাদের ইন্দ্রিয়তৃপ্তি সাধনের জন্য যুদ্ধ করে, ভক্তেরা তখন ভগবানের ইন্দ্রিয়তৃপ্তি সাধনে যুক্ত থাকেন। কৃষ্ণভাবনামৃত আন্দোলনের সদস্যদের সর্বদাই এই বিষয়ে সাবধান থাকা উচিত, তা হলে তাদের কৃষ্ণভক্তির প্রচার সফল হবে।

শ্লোক ৩৯-৪০

দেবাঃ স্বং ভাগমর্হন্তি যে তুল্যায়াসহেতবঃ ।

সত্রয়াগ ইবৈতস্মিন্বেষ ধর্মঃ সনাতনঃ ॥ ৩৯ ॥

ইতি স্বান্ প্রত্যষেধন্ বৈ দৈতেয়া জাতমৎসরাঃ ।

দুর্বলাঃ প্রবলান্ রাজন্ গৃহীতকলসান্ মুহঃ ॥ ৪০ ॥

দেবাঃ—দেবতারা; স্বম্ ভাগম্—তাদের নিজেদের ভাগ; অর্হন্তি—গ্রহণ করার যোগ্য; যে—তারা সকলে; তুল্যা-আয়াস-হেতবঃ—সমান পরিশ্রম করেছিল; সত্র-য়াগে—যজ্ঞ অনুষ্ঠানে; ইব—তেমনই; এতস্মিন্—এই বিষয়ে; এষঃ—এই; ধর্মঃ—ধর্ম; সনাতনঃ—নিত্য; ইতি—এইভাবে; স্বান্—নিজেদের মধ্যে; প্রত্যষেধন্—পরস্পরকে নিষেধ করেছিল; বৈ—বস্তুতপক্ষে; দৈতেয়াঃ—দিতির পুত্রগণ; জাত-মৎসরাঃ—ঈর্ষাপরায়ণ; দুর্বলাঃ—দুর্বল; প্রবলান্—বলপূর্বক; রাজন্—হে রাজন; গৃহীত—গ্রহণ করে; কলসান্—অমৃতকলস; মুহঃ—নিরন্তর।

অনুবাদ

কোন কোন অসুর বলেছিল, “দেবতারাও ক্ষীরসমুদ্র মন্থনে অংশগ্রহণ করেছিল। এখন সনাতন ধর্ম অনুসারে, যেহেতু সার্বজনীন যজ্ঞে সকলেরই সমানভাবে অংশগ্রহণ করার অধিকার রয়েছে, তাই দেবতাদেরও অমৃতের ভাগ পাওয়া উচিত।” হে রাজন, এইভাবে দুর্বল অসুরেরা বলবান অসুরদের অমৃত গ্রহণ করতে নিষেধ করেছিল।

তাৎপর্য

অমৃত লাভের বাসনায় দুর্বল অসুরেরা দেবতাদের পক্ষ অবলম্বন করে এইভাবে বলেছিল। দুর্বল দৈত্যেরা বলবান দৈত্যদের ভাগ না করে অমৃতপানে বাধা দেওয়ার জন্য দেবতাদের সমর্থন করেছিল। এইভাবে তাদের মধ্যে মতানৈক্য হতে থাকে, এবং কলহের ফলে তারা পরস্পরকে অমৃতপানে বাধা দিতে থাকে।

শ্লোক ৪১-৪৬

এতশ্মিন্নস্তরে বিষ্ণুঃ সর্বোপায়বিদীশ্বরঃ ।
 যোষিদ্ভূতপমনির্দেশ্যং দধার পরমাদ্ভুতম্ ॥ ৪১ ॥
 প্রেক্ষণীয়োৎপলশ্যামং সর্বাবয়বসুন্দরম্ ।
 সমানকর্ণাভরণং সুকপোলোন্নসাননম্ ॥ ৪২ ॥
 নবযৌবননির্বৃত্তস্তনভারকৃশোদরম্ ।
 মুখামোদানুরক্তালিঙ্কারোদ্বিগ্নলোচনম্ ॥ ৪৩ ॥
 বিভ্রং সুকেশভারেণ মালামুৎফুল্লমল্লিকাম্ ।
 সুগ্রীবকণ্ঠাভরণং সুভূজাগ্গদভূষিতম্ ॥ ৪৪ ॥
 বিরজাম্বরসংবীতনিতম্বদ্বীপশোভয়া ।
 কাঞ্চ্যা প্রবিলসদ্বল্লুচলচ্চরণনুপুরম্ ॥ ৪৫ ॥
 সত্রীড়শ্মিতবিক্ষিপ্তলবলাসাবলোকনৈঃ ।
 দৈত্যযুথপচেতঃসু কামমুদীপয়ন্ মুহুঃ ॥ ৪৬ ॥

এতশ্মিন্ অন্তরে—এই ঘটনার পর; বিষ্ণুঃ—শ্রীবিষ্ণু; সর্ব-উপায়-বিৎ—সর্ব উপায়বেত্তা; ঈশ্বরঃ—পরম ঈশ্বর; যোষিৎ-রূপম্—সুন্দরী রমণীরূপে; অনির্দেশ্যম্—কেউই বুঝতে পারেনি সেই রমণীটি কে; দধার—গ্রহণ করেছিলেন; পরম—পরম; অদ্ভুতম্—অদ্ভুত; প্রেক্ষণীয়—মনোরম; উৎপল-শ্যামম্—নব বিকশিত পদ্মের মতো শ্যামবর্ণা; সর্ব—সমস্ত; অবয়ব—তাঁর দেহের অঙ্গ; সুন্দরম্—অত্যন্ত সুন্দর; সমান—সমান; কর্ণ-আভরণম্—কর্ণভূষণ; সু-কপোল—অতি সুন্দর গাল; উন্নত-আননম্—তার মুখমণ্ডল উন্নত নাসিকায়ুক্ত; নব-যৌবন—নব যৌবন; নির্বৃত্ত-স্তন—স্থির স্তনযুগল; ভার—ভার; কৃশ—অত্যন্ত ক্ষীণ; উদরম্—কটিদেশ; মুখ—মুখমণ্ডল; আমোদ—আনন্দদায়ক; অনুরক্ত—আকৃষ্ট; অলি—ভ্রমর; ঝঙ্কার—গুঞ্জন; উদ্বিগ্ন—উৎকণ্ঠার ফলে; লোচনম্—তাঁর নয়ন; বিভ্রং—চঞ্চল; সু-কেশ-ভারেণ—তাঁর সুন্দর

কেশের ভারে; মালাম্—ফুলের মালার দ্বারা; উৎফুল্ল-মল্লিকাম্—পূর্ণ বিকশিত মল্লিকা ফুলের তৈরি; সু-গ্রীব—অত্যন্ত সুন্দর গ্রীবা; কণ্ঠ-আভরণম্—কণ্ঠভরণের দ্বারা; সু-ভূজ—অতি সুন্দর বাহু; অঙ্গদ-ভূষিতম্—বলয়ের দ্বারা বিভূষিত; বিরজ-অম্বর—অতি স্বচ্ছ বস্ত্র; সম্বিত—বিস্তৃত; নিতম্ব—নিতম্ব; দ্বীপ—দ্বীপের মতো; শোভয়া—এই প্রকার সৌন্দর্যের দ্বারা; কাঞ্চ্যা—কোমরবন্ধ; প্রবিলসৎ—বিস্তৃত; বহ্নু—অতি সুন্দর; চলৎ-চরণ-নূপুরম্—চঞ্চল নূপুর; স-স্রীড়-স্মিত—সলজ্জ হাস্য; বিক্ষিপ্ত—দৃষ্টিপাত করে; জ-বিলাস—জার বিলাস; অবলোকনৈঃ—দৃষ্টিপাতের দ্বারা; দৈত্য-যুথপ—অসুর নায়কদের; চেতঃসু—হৃদয়ে; কামম্—কামবাসনা; উদ্দীপয়ৎ—উদ্দীপ্ত করে; মুহঃ—নিরন্তর।

অনুবাদ

ভগবান শ্রীবিষ্ণু, যিনি যে কোন প্রতিকূল পরিস্থিতির প্রতিকার করতে পারেন, তিনি এক অপূর্ব সুন্দরী স্ত্রীমূর্তি ধারণ করেছিলেন। নারীরূপে ভগবানের এই মোহিনীমূর্তি অবতার পরম মনোরম। তাঁর অঙ্গকান্তি নব-বিকশিত নীল কমলের মতো, এবং তাঁর দেহের প্রতিটি অঙ্গ পরম সৌন্দর্যমণ্ডিত। তাঁর কর্ণযুগল সমান আভরণে বিভূষিত, তাঁর গণ্ডদেশ অত্যন্ত মনোহর, তাঁর সুন্দর মুখমণ্ডল উন্নত নাসিকায়ুক্ত, এবং যৌবনের ছটায় পূর্ণ। তাঁর উন্নত স্তনযুগলের প্রভাবে তাঁর কটিদেশ অত্যন্ত ক্ষীণ বলে প্রতীত হচ্ছিল। তাঁর অঙ্গসৌরভে আকৃষ্ট হয়ে ভ্রমরেরা তাঁর চতুর্দিকে গুঞ্জন করছিল, এবং তার ফলে তাঁর নয়নযুগল চঞ্চল হয়েছিল। তাঁর সুন্দর কেশদাম মল্লিকা মালায় ভূষিত। তাঁর কমনীয় গ্রীবা কণ্ঠ আভরণে ভূষিত, তাঁর বাহুযুগল অঙ্গদের দ্বারা বিভূষিত, তাঁর দেহ নির্মল বস্ত্রের দ্বারা আচ্ছাদিত, এবং তাঁর নিতম্ব এক সৌন্দর্যের সমুদ্রে দুটি দ্বীপের মতো প্রতিভাত হচ্ছিল। তাঁর চরণ নূপুরের দ্বারা বিভূষিত। মধুর হাস্য সহকারে জয়যুগল বিচলিত করে তিনি যখন অসুরদের প্রতি দৃষ্টিপাত করেছিলেন, তখন সমস্ত অসুরদের হৃদয় কামবাণে বিদ্ধ হয়েছিল এবং তারা সকলেই তাঁকে কামনা করেছিল।

তাৎপর্য

ভগবান যেহেতু অসুরদের কামবাসনা উদ্দীপ্ত করার জন্য এক সুন্দরী স্ত্রী-মূর্তি ধারণ করেছিলেন, তাই এখানে তাঁর সৌন্দর্যের পূর্ণ বর্ণনা দেওয়া হয়েছে।

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতের অষ্টম স্কন্ধের ‘ক্ষীরসমুদ্র মস্থন’ নামক অষ্টম অধ্যায়ের ভক্তিবৈদান্ত তাৎপর্য।